Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- II (HISH) CC- 4

Prepared by- Rittik Biswas

©rittik biswas

History (Hons)

CC-4

Social Formations and Cultural patters of the Medieval World other than India

Group- C

Unit- VI

Judaism and Christianity under Islam

©rittik biswas

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কারন

প্রায় দুশো বছর ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ কোন একটি কারনে শুরু হয়নি। নানাবিধ কারনে শুরু হওয়া ধর্মযুদ্ধের কারনগুলি হল-

১. ধর্মীয় কারণ

হজরত ওমরের সময় থেকে ইসলামের সম্প্রসারণের কাজ চলছিল রাজ্য বিজয় ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে । আমর ইবনে আল আস কর্তৃক জেরুজালেম অধিকৃত হলে খ্রিস্টান জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । কারণ যিশুখ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম খ্রিস্টানদের কাছে পবিত্র ভূমি হিসাবে গণ্য হত । অন্যদিকে জেরুজালেম হজরত মুহম্মদ (সঃ) - এর মিরাজ গমনের স্থান । তাই এটি মুসলিমদের কাছেও পবিত্র ভূমি হিসাবে গণ্য হত । একইভাবে জেরুজালেম হজরত মুসা ও দাউদের (আ) স্মৃতি বিজড়িত স্থান হওয়ায় ইহুদিদের নিকটও এটি পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হত । ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খলিফা আল হাকিম খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করে দিলে খ্রিস্টানরা ধর্মীয় ভাবে আহত হয় এবং তারা এর প্রতিবিধানের চিন্তা করতে থাকে ।

একাদশ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও গ্রিক গির্জার মধ্যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলছিল । রোমান ক্যাথলিক গির্জার ধর্মগুরু পোপ গ্রিক খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বীকৃতি দেননি । তিনি গ্রিক খ্রিস্টানদের নাস্তিক বলে মত প্রকাশ করেন । গ্রিক খ্রিস্টানদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার

©rittik biswas

লক্ষ্যে তিনি ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন । খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধ করার উপায় হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করার পথ বেছে নেন ।

খ্রিস্টানদের একটি পবিত্র কর্ম ছিল তীর্থযাত্রায় জেরুজালেমে আসা । প্রথম পর্বে মুসলমানরা ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হয়নি । কিন্তু একাদশ শতক থেকে সেলজুক তুর্কিরা তীর্থযাত্রীদের বাধা প্রদান করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতনের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার আপন গতিতে গতিহীন হয়ে উঠেছিল ।

২ . অর্থনৈতিক কারণ

দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপের খ্রিস্টান-মুসলিম অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারনে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় । দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষির উপর ক্রমাগত চাপ পড়ে এবং বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে । অনিশ্চিত জীবিকার প্রশ্ন এক বৃহৎ অংশাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক ক্ষেত্রে নিদারুণ অস্থিরতার জন্ম দেয় । এই অস্থিরতাকে বৃদ্ধি করে সামন্ততন্ত্রের একটি বিধান । এই বিধান যাতে পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় লুঠতরাজ ছাড়া তাদের সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না । এভাবে ইউরোপীয় সমাজ ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় । এই

©rittik biswas

অবস্থায় সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য পোপ অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে ধর্মযুদ্ধের খাতে প্রবাহিত করার জন্য সচেষ্ট হলেন ।

সেলজুক তুর্কিদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে পূর্ব রোমান সম্রাট ও পোপকে রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল ইতালির বাণিজ্য সমৃদ্ধ নগরগুলি । বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণেই এই বণিকরা এগিয়ে এসেছিল । কারণ , মুসলমানদের আধিপত্য ইতালির বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন করেছিল । পোপের যেমন দরকার ছিল নৌ-শক্তির , তেমনি বণিকদের স্বার্থ ছিল নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধি । যার ফলে পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়েছিল ।

৩ . সামাজিক কারণ

সামন্ততন্ত্র তার চারিত্রিক কারণে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধকে উৎসাহিত করেছিল । সামন্তপ্রভুরা বরাবরই অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম লেগেই থাকত । এই প্রেক্ষাপটে সামন্তপ্রভুরা নিজেদের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য ক্রুসেডকে উৎসাহিত করে। তারা আশা করেছিল নতুন অঞ্চল অধিকৃত হলে তাদের এলাকা যেমন বৃদ্ধি পাবে , তেমনি ঐ অঞ্চলের লোককে ভূমিদাস হিসাবে জমিতে নিযুক্ত করা যাবে । ক্রুসেডে সামন্ত প্রভূদের সহযোগিতার বিনিময়ে তাদের ইচ্ছা পুরণের ব্যাপারে পোপ সম্মতি প্রদান করে।

সামাজিক ভাবে পোপ সামন্তপ্রভুদের মতো সমাজের অন্যান্য শ্রেণিকেও ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করতে থাকেন । যেমন — ভূমিদাসদের বলা হয় , ধর্মযুদ্ধে অংশ নিলে তাদের আর সামন্তপ্রভুর নির্যাতন ভোগ করতে হবে না । ভবঘুরে ও

©rittik biswas

সমাজ বিরোধীদের বলা হয় ধর্মযুদ্ধে অংশ নিলে তারা নতুন দেশে সাধারণ নাগরিক হিসাবে সুখে বসবাস করতে পারবে । তাছাড়া সাধারণ মানুষকে ধর্মযুদ্ধে শহিদ হলে স্বর্গ লাভ হবে বলে প্রত্যাশা দেওয়া হয় ।

৪ . সাংস্কৃতিক কারণ

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে রোমান ও গ্রিকগণ ছিলেন সভ্যতার ধারক ও বাহক । এজন্য তারা নিজেদেরকে গর্বিত বলে মনে করত । কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের আবির্ভাব ও দ্রুত বিস্তারের ফলে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার প্রভাব বিনষ্ট হয় । যা খ্রিস্টানরা সহজে মেনে নিতে পারেনি । নবম ও দশম শতকে গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যে অধিকাংশ স্থান মুসলমানরা অধিকার করে নেওয়ার বলে ইসলাম বিরোধী এই মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে ।

ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় । তাদের এই দীর্ঘ সংগ্রামের অন্যতম পরিণতি হল ক্রুসেড বা ধমর্যদ্ধ । এশিয়া , ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু স্থানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের ফলে খ্রিস্টানরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে । তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তারা শেষবারের মতো ধর্মযুদ্ধে শামিল হয়েছিল ।

৫ . প্রত্যক্ষ কারণ

১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক তুর্কিরা জেরুজালেম অধিকার করে খ্রিস্টানদের পবিত্র গির্জার পাশে তৈরি করে একটি মসজিদ । এতে খ্রিস্টানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে । এরই প্রতিক্রিয়ায় পোপ দ্বিতীয় আরবান সমগ্র খ্রিস্টান জগৎকে এক ধর্মসভায়

©rittik biswas

আহ্বান জানান । পবিত্রভূমি জেরুজালেম মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই সভা থেকে ধর্ম যুদ্ধের আহবান জানানোহয় । ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় , যার পরিণামে প্রায় দুশো বছর ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে চলতে থাকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ।

তথ্য সহায়তা

Wikipedia.org
বিশ্ব সভ্যতার মধ্যযুগ : সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস- আসিফ জামাল লস্কর

©rittik biswas